



49023 - দ্বীন ইসলামের স্তরসমূহ কী কী?

প্রশ্ন

দ্বীন ইসলামের স্তরসমূহ কী কী? প্রত্যেকেটি স্তরে অবস্থাসমূহ কী? ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের মধ্যকার পার্থক্য কী? ইহসানে ক্ষেত্রে মুহসনিদের স্তর কীরূপ?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

দ্বীন ইসলামের তিনটি স্তর রয়েছে: ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। প্রত্যেকে স্তরে নরিদষ্টি অর্থ ও স্তম্ভ রয়েছে যার ববিরণ বস্টিারতি উত্তরে আছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দ্বীন ইসলামের তিনটি স্তর রয়েছে: ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। প্রত্যেকে স্তরে অর্থ রয়েছে এবং স্তম্ভ রয়েছে।

প্রথম স্তর: ইসলাম

ইসলাম শব্দরে আভিধানকি অর্থ: আত্মসমর্পণ করা ও অবনত হওয়া।

শরয়ী অর্থ: ব্যবহারভদে এর অর্থ বভিন্ হয। এর দুটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথম অবস্থা: ইসলাম শব্দকে ঈমানরে সাথে সংযুক্ত না করে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা। তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবো গোটো দ্বীন বা ধর্ম। অর্থাৎ দ্বীনরে সকল মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা। এর মধ্যে সকল প্রকার বশ্টিাস, কথা ও কাজ শামলি থাকবে। যমেন আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।”[সূরা আলে-ইমরান: ১৯]

তনি আরো বলেন:

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।”[সূরা মায়দা: ৩]

এছাড়াও তিনি বলেন:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

“কউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চাইলে তার থেকে সটেকখনটো গ্রহণ করা হবে না।”[সূরা আলে-ইমরান: ৮৫]

তাই কিছু আলমে ইসলামের সংজ্ঞায় বলছেন: ইসলাম হলো— তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতি নিত হওয়া এবং শরিক ও শরিককারী থেকে (নজিকে) মুক্ত ঘোষণা করা।

দ্বিতীয় অবস্থা: ইসলাম শব্দটিকে ঈমানের সাথে একত্রে ব্যবহার করা। তখন ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বাহ্যিক কথাবার্তা ও কাজকর্ম। যমেন, আল্লাহর বাণী:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

“বদুঈনরা বলল: ‘আমরা ঈমান এনছে।’ বলে দাও, তোমরা ঈমান আননো (তাই ঈমান এনছে না বলে) বরং বলো, ‘আমরা ইসলাম গ্রহণ করছে।’ ঈমান তোমাদের অন্তরে এখনো প্রবশে করেনি।”[সূরা হুজুরাত: ১৪]

সহীহ বুখারী (২৭) ও মুসলিম (১৫০)-এ সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোককে কিছু দান করলেন। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে বসে ছিলেন। সাদ বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দলিলে না। সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক পছন্দে ছিল। তাই আমি আরম্ভ করলাম: ‘হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দলিলে কেন? আল্লাহর শপথ! আমি তাকে মুমনি বলই জানি।’ তিনি বললেন: “নাকি মুসলিম?” তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছা হলো। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম: ‘আপনি অমুককে দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহর শপথ! আমি তাকে মুমনি বলই জানি।’ তিনি বললেন: ‘নাকি মুসলিম?’ তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছা হলো। তাই আমি আবার বললাম: ‘আপনি অমুককে দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহর শপথ! আমি তাকে মুমনি বলই জানি।’ তিনি বললেন: ‘নাকি মুসলিম? সাদ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্যলোক আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে যেন অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না করেন।’

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাকে বললেন: ‘অমুককে আপনি কেন দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহর কসম! আমি তাকে

মুমনি বলই জানি।’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য: ‘নাকি মুসলমি?’ এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে “তুমি তার ঈমান দেখনি; বরং বাহ্যিকি আমল দিয়ে তার ইসলাম সম্পর্কে জানতে পেরেছে।”

দ্বিতীয় স্তর: ঈমান

ঈমানের আভিধানিকি অর্থ হচ্ছে— এমন বিশ্বাস যা গ্রহণ করা ও আনুগত্য করাকে আবশ্যক করে।

শরয়ী অর্থ: ব্যবহারভেদে এর অর্থ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এর দুটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথম অবস্থা: ‘ইসলাম’ শব্দে সাথে একত্রি না করে এককভাবে ব্যবহৃত হয়। তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় গোটা ইসলাম ধর্ম। যমেন আল্লাহ তাআলা বলেন:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

“আল্লাহ ঈমানদারদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন।” [সূরা বাকারা: ২৫৭]

তিনি আরো বলেন:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“আর তোমরা যদি (যথার্থ) ঈমানদার হও তাহলে আল্লাহর উপরই আস্থা রাখো।” [সূরা মায়দা: ২৩]

এ অর্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “জান্নাতে মুমনিরা ছাড়া কটে প্রবেশ করবে না।” [হাদীসটি মুসলমি (১১৪) বর্ণনা করেন]

সে কারণে সালাফগণ ইজমা করছেন যে, ঈমান হলো— অন্তরে বিশ্বাস (এর মধ্যে অন্তরে আমলসমূহ প্রবেশ করবে); মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। ঈমান আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে হ্রাস পায়।”

এ কারণেই যে ব্যক্তি সমগ্র দ্বীনকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ধারণ করে আল্লাহ ঈমানকে তার মাঝে সীমাবদ্ধ করছেন। তিনি বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“মুমনি তো তারাই, আল্লাহর কথা আলোচনা হলে যাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তলোওয়াত করা

হলে যাদরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রভুর উপরই ভরসা করে। (মুমনি তারাই) যারা নামায সুসম্পন্ন করে এবং আমিতাদেরকে যা দান করছে তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে। তারাই হলো সত্যকার মুমনি। তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে মর্যাদা, কৃপা ও সম্মানজনক জীবিকা।”[সূরা আনফাল: ২-৪]

আল্লাহ তাআলা ঈমানকে এই সমস্ত কিছু (আমল) দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। তিনি বলেন:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“পুণ্য এটা নয় যে, তোমরা পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে মুখ ফরিবো। বরঞ্চ পুণ্য হচ্ছে (তাদের পুণ্য) যারা ঈমান এনেছে— আল্লাহর প্রতি, পরকালরে প্রতি, ফরেশেতাদের প্রতি, কতিবরে প্রতি ও নবীগণরে প্রতি এবং সম্পদরে প্রতি ভালোবাসা সত্যত্বও সম্পদ দান করেছে— আত্মীয়-স্বজনকে, এতমি-মসিকীনকে, মুসাফরিকে, ভিক্ষুককে ও দাস মুক্তিতে এবং নামায আদায় করেছে ও যাকাত প্রদান করেছে এবং যারা অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূরণকারী এবং প্রশংসা করছে তাদের যারা অভাব-অনটনে, রোগ-বিমারে ও তীব্র যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণকারী।”

এই সমস্ত গুণ উল্লেখ করার পর আল্লাহ বললেন: “এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে মুততাকী।”[সূরা বাকারা: ১৭৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আব্দুল কাইস গোটররে প্রতিনিধি দিলরে কাছে ঈমানকে এসব আমল দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। সহিহ বুখারী (৫৩) ও মুসলমি (১৭)-এ বর্ণতি, তিনি বলেন: “আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নরিদশে দিচ্ছি। তোমরা কি জানো এক আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তারা বলল: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন: এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে তিনি ছাড়া সত্য কোনও উপাস্য নহে; আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়মে করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানে রোযা রাখা ও গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে নয়িতে রোযা রাখাকে ঈমানরে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করছেন। একইভাবে কদররে রাতে ইবাদত করা, আমানত ফরিয়ি দেওয়া, জহিাদ করা, হজ্জ করা, জানাযার পছনে চলা ইত্যাদি আমলকে তিনি ঈমানরে অন্তর্গত বলে উল্লেখ করছেন। সহিহ বুখারী (৯) ও মুসলমি (৩৫) রয়েছে: “ঈমানরে সত্তরটির বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর সর্বনমিন শাখা হচ্ছে— রাস্তা থেকে অনষ্টি বস্তু দূর করা।” এ প্রসঙ্গে বর্ণতি আয়াত ও হাদীসরে সংখ্যা অনেক যা উল্লেখ করলে আলোচনা দীর্ঘ হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: ঈমানকে ইসলামরে সাথে সংযুক্ত করে ব্যবহার করা। এ অবস্থায় ঈমান দ্বারা অভ্যন্তরীণ বশ্বাসগুলো উদ্দেশ্য। যমেনভাবে জবিরীলরে হাদীসে কথিবা এর সমার্থক হাদীসে বর্ণতি হয়েছে। এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জানাযায় দোয়া করতে গিয়ে যমেনভাবে বলছেন: “হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখেন তাকে ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন। আর যাকে আপনি মৃত্যু দেন তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দনি।”[হাদীসটি তিরমযী (১০২৪) বর্ণনা করেন এবং বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। শাইখ আলবানী সহীহু সুনানতি তিরমযী (১/২৯৯) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন] কনেনা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে মাধ্যমে আমল করা জীবতি অবস্থায় সম্ভব। কনিতু মৃত্যুর সময় অন্তররে কথা ও অন্তররে আমল ছাড়া আর কছু করার থাকে না।

ইসলাম ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য

সারকথা হচ্ছে— ইসলাম ও ঈমান দুটিকে যখন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয় তখন এই দুটির মাঝে কোনোটো পার্থক্য নহে। বরং তখন উভয়টি স্বতন্ত্রভাবে সমগ্র দ্বীন ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর যদি শব্দদ্বয় দ্বারা আলাদা আলাদা অর্থ করা উদ্দেশ্য হয় তখন পূর্ববক্ত ব্যাখ্যার আলোকে পার্থক্য করতে হবে (ইসলাম: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশমান বাহ্যিক বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত। আর ঈমান অন্তররে গোপনীয় বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।) জবিরীলরে হাদীসও এটাই প্রমাণ করে। হাদীসটি মুসলমি তার সহীহ গ্রন্থে (৮) সংকলন করেছেন: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: একবার আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিতি ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের সামনে আবর্তিত হলো। তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো ছিল মশিমশি কালো। সফর করে আসার কোন চহিনও তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। আমাদের কেউই তাঁকে চিনিও না। অবশেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসলো। সে তাঁর হাটুদ্বয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাটুদ্বয়ের সাথে মলিয়ে দলিও এবং দুই হাতের তালু তাঁর (অথবা নজিরে) উরুর উপর রাখলো এবং বললো, ‘হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ‘ইসলাম হচ্ছে— তুমি সাক্ষ্য দবি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ (উপাস্য) নহে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামায কায়মে করবে, যাকাত আদায় করবে, রমায়ানরে রোযা পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকে তাহলে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।’ সে বললো: ‘আপনি সত্যই বলছেন।’ বর্ণনাকারী (উমর) বলেন, আমরা তাঁর কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত ছিলাম। কনেনা সে (অজ্ঞারে ন্যায়) প্রশ্ন করছে আর (বজ্ঞারে ন্যায়) সমর্থন করছে। এরপর সে বললো: ‘আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ‘তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফরেশেতাকুলরে প্রতি, তাঁর কতিবসমূহরে প্রতি, তাঁর প্রেরতি নবীদের প্রতি ও শেষে দিনরে প্রতি এবং ঈমান আনবে ভালো তাকদীর ও মন্দ তাকদীররে প্রতিও।’ সে বললো: ‘আপনি সত্য বলছেন।’ এবার সে বললো: ‘আমাকে ‘ইহসান’ সম্পর্কে বলুন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ‘ইহসান’ হলো— তুমি এভাবে আল্লাহর ‘ইবাদাত করবে যনে তাঁকে দেখেছো। যদি তাঁকে না দেখে তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে।’ এবার সে জিজ্ঞাসে করলো, ‘আমাকে কয়ামাত সম্পর্কে বলুন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ‘এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাকারীর চয়ে জিজ্ঞাসতি ব্যক্তি বেশি কিছু

জানেন না।’ অতঃপর সবে বললো: ‘তাহলে আমাকে কয়ামতেরে কিছু নদির্শন বলুন।’ তিনি বললেন, ‘দাসী তাঁর মনবিকে প্রসব করবে এবং (এককালরে) নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরদির, বকরীর রাখালদরে বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণেরে প্রতিযোগিতায় গর্ব-অহংকারে মত্ত দেখতে পাবে।’ বর্ণনাকারী (উমর) বলনে, এরপর লোকটি চলে গেলো। আমি বিশেষ কিছু সময় অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: ‘হে ‘উমর! তুমি কি জানো, এ প্রশ্নকারী কে?’ আমি বললাম: ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত আছেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ‘তিনি জিবরীল। তোমাদের কাছে তিনি তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।’

তৃতীয় স্তর: ইহসান

ইহসান শব্দরে আভিধানিকি অর্থ হচ্চে— কোনো কাজ নখিত, যথাযথ ও একনখিততার সাথে করা।

শরীয়তেরে দৃষ্টিতে ব্যবহার অনুসারে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এর দুটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: ইসলাম ও ঈমান এই দুটির কোনোটের সাথে সংযুক্ত না হয়ে এককভাবে ব্যবহৃত হওয়া। তখন সমগ্র দ্বীন উদ্দেশ্য হবে; যমেনটি ইসলাম ও ঈমানেরে ক্ষেত্রে ইতপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা: এই দুটির সাথে একত্রে কথিবা কোন একটির সাথে একত্রে ব্যবহৃত হওয়া। তখন এর অর্থ হবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরকে সুন্দর করা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহসানেরে এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা তিনি ছাড়া আর কোনো মানুষ ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম নয়। কেননা তাকে স্বল্পভাষ্যে ব্যাপক ভাব প্রকাশেরে তৌফিক প্রদান করা হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ইহসান হচ্চে: তুমি এভাবে আল্লাহর ‘ইবাদাত করবে যনে তাঁকে দেখেছো। যদি তাকে না দেখো তাহলে তিনি তোমাকে দেখেছেন বলে অনুভব করবে।’ আর এটি দ্বীনেরে সর্বোচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ স্তর। এই ইহসানেরে অধিকারী ব্যক্তিরাই কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী, আল্লাহর নকৈট্যপ্রাপ্ত এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার স্তরভুক্ত।

ইহসানেরে ক্ষেত্রে মুহসনিদেরে স্তর

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন যে ইহসানেরে স্তর দুটি। ইহসানেরে ক্ষেত্রে মুহসনিদেরে দুটি স্তরেরে দ্বারা তারতম্য হয়ে থাকে:

প্রথম ও উচ্চতর স্তর: আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যনে তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। আলমেদেরে কটে কটে এই স্তরেরে নাম দিয়েছেন ‘মুশাহাদাহ’ তথা দর্শনেরে স্তর। এ স্তরে বান্দা এমনভাবে আমল করবে যনে সে অন্তর দিয়ে আল্লাহকে দেখেছে। ফলে তার অন্তর ঈমানে আলোকিত হবে। এমনকি গায়বে পরণিত হবে চাক্ষুষ বিষয়েরে মতো। যে ব্যক্তি

এই অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে যে সে আল্লাহর নিকটে আছে, তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তার সামনে উপস্থিতি আছে, যেন সে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে; এই অনুভূতি তার হৃদয়ে আল্লাহভীতি, শঙ্কা, সংকোচ ও সম্মানবোধ আবশ্যক করবে।

দ্বিতীয় সূত্র: ইখলাস তথা একনষিষ্ঠতার সূত্র। এটি হচ্ছে বান্দা এভাবে আমল করবে যেন আল্লাহ তাকে দেখছেন, তার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং তার কাছে আছেন। বান্দা যদি আমলের ক্ষেত্রে এমনটি অনুভব করে এবং এ অনুযায়ী আমল করে তাহলে সে আল্লাহর জন্য একনষিষ্ঠ। কারণ আমলের ক্ষেত্রে তার এই মনোযোগ তাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে ফরিয়ে তাকাতো কংবা অন্য কারো উদ্দেশ্যে আমল করতে তাকে বাধা দেয়। বান্দা যদি এই সূত্রে পৌঁছতে পারে, তাহলে তার জন্য প্রথম সূত্রে পৌঁছানো সহজ। তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমটির কারণ হিসেবে এটি উল্লেখ করে বলেন: ‘তুমি যদি তাকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন’- এমনটি অনুভব করো। কিছু বর্ণনায় শব্দটি এরকম: ‘তুমি যদি তাকে না দেখে থাকো তাহলে তিনি কনিতু তোমাকে দেখছেন।’ বান্দা যদি ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় পৌঁছে যে আল্লাহ তাকে দেখতে পাচ্ছেন, তার প্রকাশ্য-গোপনীয় বিষয়গুলো জানছেন, তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয়গুলো অবহতি হচ্ছে, তাঁর কাছে বান্দার কোনো বিষয়ই গোপনীয় নয়, তখন তার জন্য দ্বিতীয় সূত্রে উন্নীত হওয়া সহজ হয়। আর সটে হচ্ছে বান্দা সর্বদা আল্লাহর নকৈট্য ও তাঁর সাহচর্য অনুভব করা; যেন বান্দা আল্লাহকেই দেখতে পাচ্ছে। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর বপুল অনুগ্রহ থেকে কিছু কামনা করছি।

আরো জানতে (219), (14055) ও (208110) নং প্রশ্নোত্তরগুলো দেখুন।

সূত্র: শাইখ হাফযে আল-হাকামীর ‘মাআরজেল কুবুল’ (২/২০-৩৩, ৩২৬-৩২৮), ইবনে উছাইমীনরে ‘আল-মাজমুউস সামীন’ (১/৪৯, ৫৩) এবং ইবনে রজব হাম্বলীর ‘জামেউল উলূমি ওয়াল হকাম’ (১/১০৬)।